গল্পের পটভূমিকা

অমিতাভ গুপ্ত

স্বনামধন্য ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী যে একজন জনপ্রিয় গল্প লেখক ছিলেন, একথা বাঙালি সাহিত্যপ্রেমীর অজানা নয়। ছোটো থেকে বড়ো, সব বয়েসি পাঠকদের কাছে তাঁর লেখা সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। মতি নন্দীর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মনে হয় 'কোনি', যাকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে।

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে মতি নন্দী তাঁর এই বিখ্যাত চরিত্রটি নিয়ে কোনও সিক্যুয়েল তৈরি করেননি। কোনির পরিবর্তে তিনি তাঁর সৃষ্ট আর-একটি কিশোরী চরিত্রকে নিয়ে একটা গল্পের সিরিজ রচনা করেছিলেন। এই চরিত্রটির নাম কলাবতী। কলাবতী কোনির মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে নয়। তার জন্ম আটঘরার জমিদার বংশে। গল্পে আটঘরার কাছাকাছি বকদিঘি নামক জনবসতির আর-একটি জমিদার বংশের উল্লেখ আছে। কলাবতীর গল্পের চরিত্ররা মূলত এই আটঘরা আর বকদিঘির বাসিন্দা। কলাবতী একবার ছেলের ছদ্মবেশে একটি ছেলেদের ক্রিকেট ম্যাচে খেলতে নেমে আটঘরাকে বকদিঘির বিরুদ্ধে জিতিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেন রানি মুখার্জি অভিনীত 'দিল বোলে হাড়িপ্পা' চলচ্চিত্রটি নাকি এই গল্প থেকেই অনুপ্রাণিত।

অনেকের মতো কলাবতীর গল্পগুলো আমার বেশ সুখপাঠ্য লাগে। কিন্তু গল্পগুলো পড়ার সময় আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে মতি নন্দী বাস্তবের দুটি জনবসতির ভিত্তিতে কলাবতী কাহিনির পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিলেন। এই তথ্য আমি জেনেছি অনেক পরে।

বছর চারেক আগে একটি পুরোনো কাছারিবাড়ি আর একটি টেরাকোটার মন্দিরের সন্ধানে আমি হুগলি জেলার দশঘরা গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলাম। দশঘরা তারকেশ্বর থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের বিশ্বাস পরিবারদের এককালে জমিদারি ছিল। আমি যে ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের কাছারিবাড়ি আর টেরাকোটা মন্দিরের সন্ধানে দশঘরা গিয়েছিলাম সেটি বিশ্বাসদের তৈরি। এই বিশ্বাসদের পরিবারের এক সদস্যের কাছেই জানতে পারি যে মতি নন্দীর এই গ্রামে যাতায়াত ছিল। তিনি আরও জানান যে কাছাকাছির মধ্যে চকদিঘি গ্রামেও সিংহরায় পরিবারের জমিদারি ছিল। তাঁদের সুবিশাল বাগানবাটি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

দশঘরা আর চকদিঘি নামদুটো কলাবতীর গল্পের পটভূমিকার আটঘরা আর বকদিঘির সঙ্গে এতটা মিল দেখে আমার খটকা লেগেছিল। কিছু পরে বিশ্বাসদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে আমার সন্দেহটাই সত্যি। কলাবতীর গল্পের পটভূমিকা এই দশঘরা আর চকদিঘিই বটে।

কলকাতা থেকে দশঘরা আসা খুব সোজা। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে প্রথমে তারকেশ্বর পৌঁছোতে হবে। সেখান থেকে একটা ২০ মিনিটের বাসজার্নি করলেই দশঘরায় পৌঁছে যাবেন। নামতে হবে দশঘরা বাজার স্টপেজে। সেখান থেকে মূল সড়ক ধরে একটু হাঁটলেই ডান দিকে পড়বে বিশ্বাসপাড়া যাওয়ার রাস্তা।

বিশ্বাসপাড়ায় ঢোকার মুখেই ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের কাছারিবাড়িটা

চকদিঘির কাছারিবাড়ি

চকদিঘির ভিতরবাড়ি

দশঘরার কাছারিবাড়ি

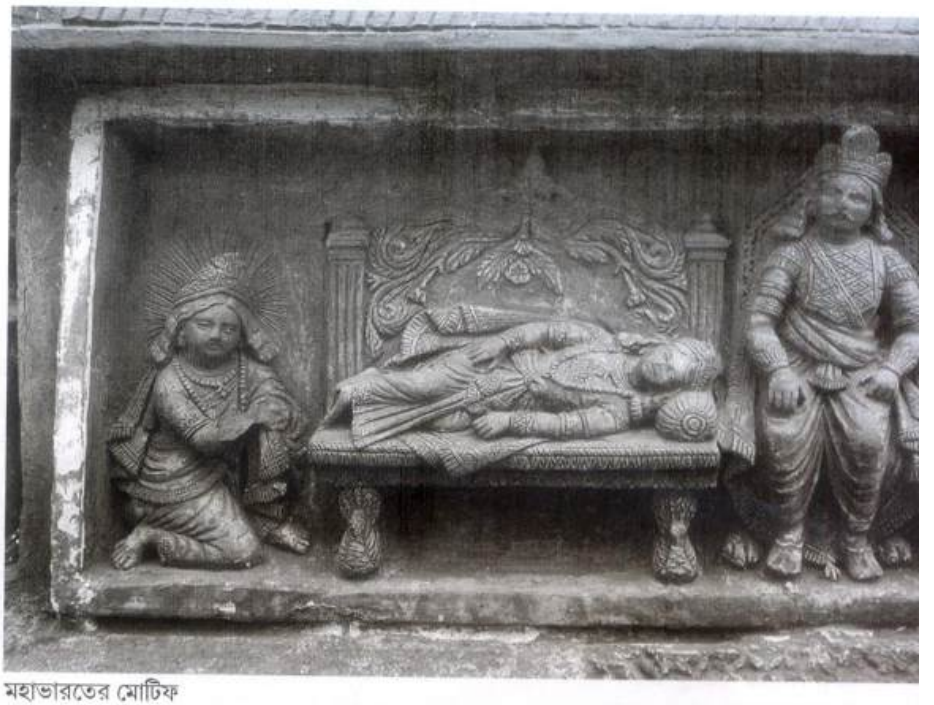

মহাভারতের মোটিফ

শহুরে মানুষকে অন্য একটা দুনিয়ায় নিয়ে যায়। একটা পুকুরের ধরে সাদা রঙের অট্টালিকা তার আশেপাশে অক্টোগনাল রাসমঞ্চ, টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ দোলমঞ্চ, বৈঠকখানা এবং নহবতখানা সমেত যেন পাত্রমিত্রসহ প্রাচীন এক জমিদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরটির পাশের সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে বিশ্বাসপাড়ায় ঢুকতে হয়।

কাছারিবাড়ির ভিতরে সুবিশাল নাটমন্দির সংলগ্ন ঠাকুরদালানে এখনও প্রত্যেক বছর ঘটা করে দুর্গাপুজো হয়। তবে বিশ্বাসপাড়ার আর-একটি মুখ্য আকর্ষণ হল পঞ্চরত্ন গোপীনাথ মন্দির। কাছারিবাড়ির ডানপাশের রাস্তা দিয়ে একটু এগোলেই মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে যাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নিখুঁত কাজ যে-কোনও লোককে মুগ্ধ করবে। মূলত মন্দিরের দুটি দিকের টেরাকোটার কাজ দেখার মতো। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে মহাভারতের কিছু দৃশ্য, রামায়ণের যুদ্ধ, তানপুরা হাতে শিব, বীণা হাতে সরস্বতী, বৈষ্ণব সংকীর্তন, যুদ্ধের দৃশ্য এবং কৃষ্ণলীলার অসংখ্য দৃশ্য। মন্দিরের পাশেই বিশ্বাসদের বাড়ি। বিশ্বাস পরিবার খুব অতিথিবৎসল। এযাবৎ তাঁরা প্রচুর দানধ্যান করেছেন।

এই বংশের জগমোহন বিশ্বাস দশঘরার পত্তন করেন। আদতে ওড়িশার লোক। আঠারোশো শতাব্দীতে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী বংশধর সদানন্দ বিশ্বাস ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বাস পরিবারের রথযাত্রাও বেশ জমকালো। বিশ্বাসপাড়ায় আরও দুটি মন্দির আছে। একটি আটচালা, অন্যটি জোড়বাংলো ধাঁচের।

বিশ্বাসপাড়া দেখেই যদি দশঘরা ছেড়ে চলে যান, তাহলে কিন্তু দশঘরা ভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যাবে। দশঘরার আর-এক কৃতী সন্তান ছিলেন বিপিনকৃষ্ণ রায় (১৮৫১-১৯১১)। তিনি কলকাতায় stevedore ছিলেন। মূল সড়ক থেকে বাঁদিকে একটু হাঁটলেই প্রথমেই চোখে পড়বে তার সুবিশাল বাড়ির লাগোয়া একটি ক্লকটাওয়ারযুক্ত বিশাল গেট। বিপিনকৃষ্ণ রায়ের বাড়ির কিছু অংশ পোস্ট অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। ওনার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। সেটি এখনও রয়েছে। পুরোনো চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠালিপিসহ ভগ্ন গেট এখনও চোখে পড়বে। বিপিনকৃষ্ণ রায় হুগলির কালেক্টর এফ. বি. ব্রাডলিবার্ট-এর জন্য বিশাল ঝিলের পাশে ব্রাডলিবার্ট বাংলো নামক সুরম্য বাংলো বাড়ি তৈরি করেন। বাড়িটি এখনও বিদ্যমান।

দশঘরার পরে কলাবতীর গল্পের পটভূমিকার বাকি অংশটুকু দেখার জন্য আপনাকে চকদিঘি আসতে হবে। দশঘরা থেকেই চকদিঘির ট্রেকার পাওয়া যায়। চকদিঘির সিংহরায়রা আদতে মানসিংয়ের দশ হাজারি মনসাবদারদের সাথে বাংলায় এসেছিলেন। অনেকের মতো তাঁরাও এখানে থেকে জমিদারি পত্তন করেন। বাগানটির ভিতরে ফরাসি আর্কিটেক্টের ডিজাইন করা কাছারিবাড়ি চোখে পড়বে। এছাড়া রয়েছে একটি বসতবাটি, মেয়েদের মহল, আস্তাবল, দুর্গাদালান এবং পুকুর পাড়ে একটি লাইব্রেরির ভগ্নাবশেষ। এই লাইব্রেরিতে নাকি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আসা-যাওয়া ছিল। এই বংশের সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। দশঘরার পরে চকদিঘিতে এসে আপনি একটু নিরুৎসাহ হতে পারেন। সিংহরায়রা এখানে কেউ থাকেন না। একটি অতি কৌতূহলী কেয়ারটেকার এখনকার হর্তাকর্তা। দশঘরার বিশ্বাস পরিবারের অতিথিবৎসল ব্যবহারের পর চকদিঘির বাগানবাটির কেয়ারটেকারের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে কিছুটা বিরক্ত হবেন। এখনকার অট্টালিকাগুলোতে অনেককাল রং করা হয়নি। আগাছার আধিক্য রয়েছে। চকদিঘির বাগানবাটিতে সত্যজিৎ রায় ঘরে বাইরের শুটিং করেছিলেন ভাবলে খারাপ লাগে। বাড়ির মালিক কখনও-সখনও আসেন। এই বাড়িতেও দুর্গাপূজা হয়।

তাহলে কি চকদিঘি গিয়ে ভুল করেছিলাম? একদমই না। আমার মতে গল্পের পটভূমিকা খুঁজতে গেলে পুরোটাই দেখে আসা উচিত।

ছবি লেখক